রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১৪, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/ ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.২২.৩০২—মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় নেতৃত্ব ও সোচ্চার কণ্ঠস্বরের স্বীকৃতিস্বরূপ 'এশিয়া ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার পুরস্কার'-এ ভূষিত করে জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) সমর্থিত বৈশ্বিক জোট গ্লোবাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট মোবিলিটি (জিসিসিএম)। গত ০১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন COP 28-এর সাইডলাইনে একটি উচ্চপর্যায়ের প্যানেল অধিবেশনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি রাষ্ট্রদূত ডেনিস ফ্রান্সিস এবং ইন্টারন্যাশনাল অর্গাইনাইজেশন ফর মাইগ্রেশনের (আইওএম)-এর মহাপরিচালক অ্যামি পোপ আনুষ্ঠানিকভাবে এই পুরস্কারটি হস্তান্তর করেন।

০২। জলবায়ু পরিবর্তনকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অগ্রাধিকার ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত করে বিষয়টির প্রতি বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষেত্রে জোরালো ভূমিকা পালনের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দূরদৃষ্টি ও রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন।

০৩। জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব এবং এ থেকে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তাঁকে বিশ্বের শীর্ষ চিন্তাবিদদের একজন হিসেবে অধিষ্ঠিত করেছে। এর ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) সমর্থিত বৈশ্বিক জোট গ্লোবাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট মোবিলিটি (জিসিসিএম) কর্তৃক

মূল্য : টাকা ৮.০০

'এশিয়া ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার পুরস্কার'-ভূষিত হওয়ার মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/ ১১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখের বৈঠকে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

০৪। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুব হোসেন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা : ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ / ১১ ডিসেম্বর ২০২৩

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় নেতৃত্ব ও সোচ্চার কণ্ঠস্বরের স্বীকৃতিস্বরূপ 'এশিয়া ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার পুরস্কার'-এ ভূষিত করে জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) সমর্থিত বৈশ্বিক জোট গ্লোবাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট মোবিলিটি (জিসিসিএম)। গত ০১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন COP 28-এর সাইডলাইনে একটি উচ্চপর্যায়ের প্যানেল অধিবেশনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি রাষ্ট্রদূত ডেনিস ফ্রান্সিস এবং ইন্টারন্যাশনাল অর্গাইনাইজেশন ফর মাইগ্রেশনের (আইওএম)-এর মহাপরিচালক অ্যামি পোপ আনুষ্ঠানিকভাবে এই পুরস্কারটি হস্তান্তর করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ পুরস্কারটি গ্রহণ করেন।

পুরস্কার প্রদানকারী গ্লোবাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট মোবিলিটি সংস্থাটি জাতিসংঘ, আঞ্চলিক আন্তঃসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন অর্থসংস্থাসমূহের সঙ্গে সহযোগিতায় জলবায়ু গতিশীলতা মোকাবিলায় সহযোগিতামূলক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি) কর্তৃক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশ কর্তৃক সুদূরপ্রসারী কার্যক্রম গ্রহণের স্বীকৃতি হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে পলিসি লিডারশিপ ক্যাটাগরিতে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পদক 'চ্যাম্পিয়নস অফ দি আর্থ'-সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। তাঁর সরকারের গৃহীত সময়োচিত পদক্ষেপ ও যথোপযুক্ত কর্মসূচির ফলে, ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অসাধারণ অগ্রগতি অর্জন করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনের ক্লাইমেট মোবিলিটি সামিটে জলবায়ুজনিত কারণে অভিবাসন এবং বাস্তুচ্যুতির উপর বিশ্ব নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও সফল নেতৃত্বে পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত নানাবিধ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিশ্বে বাংলাদেশই প্রথম নিজস্ব তহবিল দিয়ে 'ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করেছে। এ ছাড়া জলাভূমি ও বন্য প্রাণীর সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালার আওতায় সংরক্ষিত ও সম্প্রসারিত বনাঞ্চল সৃষ্টির মাধ্যমে ইতোমধ্যে বেশ কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও পরিবেশ বিপর্যয়ের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলার ক্ষেত্রে প্রস্তুতি গ্রহণ ও সক্ষমতা অর্জন করেছে। একইসঙ্গে কক্সবাজারে বাস্তুচ্যুত ৪ হাজার ৪০০ পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য বিশ্বের বৃহত্তম বহুতল সামাজিক আবাসন প্রকল্প নির্মাণসহ জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অগ্রাধিকার ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত করে বিষয়টির প্রতি বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষেত্রে জোরালো ভূমিকা পালনের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দূরদৃষ্টি ও রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন।

জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব এবং এ থেকে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তাঁকে বিশ্বের শীর্ষ চিন্তাবিদদের একজন হিসেবে অধিষ্ঠিত করেছে। একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মাননা লাভ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করেছে। এর ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) সমর্থিত বৈশ্বিক জোট গ্লোবাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট মোবিলিটি (জিসিসিএম) কর্তৃক 'এশিয়া ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার পুরস্কার'-ভূষিত হওয়ার মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করায় মন্ত্রিসভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব) বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd